নাটকীয় চরিত্র

পাত্র

খসরু শাহ	পারস্যাধিপতি
উজীর	ঐ উজীর
মহবুল	ঐ সদস্য
দিলদার	মহবুলের ভাইপো
ফরহাদ	চীন দেশীয় ভাস্কর

ভৃত্য, ঘাতক ইত্যাদি—

পাত্রী

শিরী	খসরু শাহের বাগদত্তা বেগম
সাকিনা	উজীরের স্ত্রী
মুন্না	বাঁদী
মেহেরা	মহবুলের স্ত্রী

সহচরীগণ, বাঁদীগণ ইত্যাদি—

১৪১ বি, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা "জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস"
হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

শিরী ফরহাদ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—কক্ষ

শিরী উপবিষ্টা সখিগণ গাহিতেছিল

গীত

সখিগণ। খোল্ সখি খোল্ তোর প্রেমের দুয়ার।
অতিথি ফিরিয়া যাবে অভিমান কেন আর॥
ভালবাসা সে এসেছে দিতে,
বিনিময়ে ভালবাসা চুমে নিতে,
বকুল মালাটি আজি দেলো সই উপহার॥
ফিরে যদি যায় আসিবে না আর,
জাগিবে পরাণে তোর বিরহের হাহাকার,
বৃথাই হবে লোঁ সখি তোর এই অভিসার॥

শিরী। তোরা এখন যা।

সখিগণ। কেন গো?

শিরী। মন বড় খারাপ।

১ম সখি। খারাপ কেন গো? বাদশার বেগম হবে। সোনার খাটে ব'সে থাক্‌বে। হাজার হাজার বান্দা বাঁদী তোমার হুকুম তামিল করবে। তবে মনটা খারাপ হবার কারণ কি?

শিরী। কারণ অনেক আছে। আমায় বিরক্ত করিস্ নে। তোরা এখন যা।

২য় সখি। সেকি গো! আমরা হ'লে কত আনন্দ করতাম। বাদশার বেগম হওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? তবে তোমার মনটা কেন ভার?

শিরী। আবার এই সব কথা। যা বলছি।

১ম সখি। চ ভাই চ। বেগম সাহেবার দিল এখন ভারী খারাপ আছে।

[সকলের প্রস্থান।

শিরী। আঃ বাঁচলাম। ছুঁড়িগুলো আমায় জ্বালিয়ে মারলে। বাদশার বেগম হবো, আমি তাঁর বাগদত্তা পত্নী! একি আমার কম সৌভাগ্য! বাদশার বেগম হবো আমি। কিন্তু প্রাণের ভেতর যেন সর্ব্বদাই আতঙ্ক জেগে উঠ্‌ছে। অথচ আমি বাগদত্তা। আশা দিয়ে কতদিন আর বাদশাকে ভুলিয়ে রাখব? আজকাল ক'রে যে অনেক দিন হ'য়ে গেল। বাদশা আমায় বিবাহ করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। আমি তাঁর কাছে যা চাচ্ছি তাই পাচ্ছি। দুষ্প্রাপ্য দুর্ল্লভ হ'লেও আমার মনোরঞ্জনের জন্যে তিনি তাই যোগাচ্ছেন। অথচ আমি তাঁকে ভুলিয়ে রাখ্‌ছি —কিন্তু আর কতদিন ভুলিয়ে রাখব? বলেছিলাম বাদশাকে আমার বিহারের জন্যে শূন্যে একটি বাগান তৈরী ক'রে দিতে হবে, তিনি অজস্র অর্থব্যয় ক'রে তাই ক'রে দিয়েছেন। বলে-ছিলাম বাগান তৈরী হ'লেই বিবাহ হবে। বাগান তো তৈরী হ'য়ে গেছে। আহা কি সুন্দর বাগান তিনি আমার জন্যে তৈরী

ক'রে দিয়েছেন। এইবার তাঁকে বিবাহ্ করতেই হবে। কিন্তু প্রাণ যে বিবাহ করতে চায় না। কেন যে চায় না তাও আমি বলতে পারি না। তাই তো কি করি এখন! বিবাহ বন্ধ করি কি ক'রে? কে যেন অচেনা সুন্দর সর্ব্বদাই আমার অন্তরে এসে দেখা দিয়ে বলে শিরী! শিরী! আমি তোমারি, তোমায় নিয়ে আমি প্রেমের রাজ্যে ভেসে যাব। ওগো অচেনা! বলো তুমি কে? তুমি স্বর্গের না মর্ত্ত্যের? এস সজীব হ'য়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াও, আমি তোমারি গলে মালা দিয়ে আমার নারী জন্ম সার্থক করি।

গীত

আমি অকূল সাগরে ভাসি।
যে জন আমারে ভালবাসা দেয়
আমি তারে ভাল নাহি বাসি॥
মনেরে বোঝাই নাহি শোনে কাণে,
দূরে চ'লে যায় বুকে বাজ হেনে,
আমি কি করি—এখন কোথা কূল পাই
কাঁদিয়া পোহায় নিশি॥

(মুন্নাবাঁদীর প্রবেশ)

মুন্না। শুনছো গো বেগমসাহেবা!

শিরী। কে বেগমসাহেবা?

মুন্না। কেন গো—তুমি।

শিরী। আমি?

মুন্না। ওমা—ও কি কথা গো ? তুমি যে আকাশ হ'তে প'ড়লে ?

শিরী। এখনি কি বাদশার সঙ্গে আমার বিবাহ হ'য়ে গেছে ?

মুন্না। না হ'লেও আজ তো হবে।

শিরী। তুই কি ক'রে জান্‌লি বল।

মুন্না। বাদশাকে তুমি বলেছিলে শূন্যে একটা বাগান তৈরী ক'রে দিলে বিবাহ করবে। বাগান তো তৈরী হ'য়ে গেছে। এইবার তো বেগম হ'তেই হবে। রাজবাড়ীতে খুব ধূম প'ড়ে গেছে, রাজবাড়ী সাজানো হচ্ছে। বাদশার বিয়ে কি কাণ্ডই না হবে।

শিরী। বেশ। শুনে আমি সুখী হ'লাম।

মুন্না। এ তো সুখের কথা গো! বাদশার বেগম হবার কথা শুনলে কার না সুখ হয় গো ? আহা তোমার বরাত খুব ভাল বাছা, নইলে কি গরীবের মেয়ে বাদশার নজরে লাগে ? কি বলবো, আমাদের রূপ-যৌবন কিছুই নেই।

শিরী। বাঁদী, তোর কি আর কিছু বলবার আছে ?

মুন্না। না গো না। বাদশা তোমাকে এই কথা শোনাবার জন্যে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

শিরী। আমি শুনেছি তুই এখন যা।

মুন্না। (স্বগতঃ) ওমা ছুঁড়ির গরম দেখ। রূপ আছে বলে কি অহঙ্কার। রূপের মুখে আগুন! আমারও বয়েসকালে ও রকম রূপ ছিল। বাদশা যেমন গাড়োল তাই এই রূপ দেখেই হয়েছে পাগল।

শিরী। বিড়্ বিড়্ ক'রে কি বল্‌ছিস্? এখন যা।

মুন্না। যাবো না তো তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবো? তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে কি আমার পেট ভর্‌বে?

[প্রস্থান।

শিরী। ছোটলোক কোথাকার! শূন্যে উদ্যান তৈরী হ'য়ে গেছে। এদিকে বিবাহেরও আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু কি করি—কি ক'রে আবার এ বিবাহ স্থগিত রাখি! কতদিনই বা এম্নিভাবে বাদশাকে প্রতারণা করবো? না না আমি তা পারব না—প্রাণ যাকে চায় না—প্রাণ তাকে কেমন ক'রে সঁপে দিই!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মহবুলের বাটী

(মহবুল ও মেহেরার প্রবেশ)

মহবুল। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও শীগ্‌গীর আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও বল্‌ছি। নইলে আজ একটা যাচ্ছে-তাই কাণ্ড হবে ব'লে দিচ্ছি।

মেহেরা। কেন রে মিন্সে, আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব? আমি কি বাণের জলে ভেসে এসেছি?

মহবুল। বাণের জলে ভেসে এসেছিস্ কি কুয়োর জলে ভেসে এসেছিস্ অত শত জানি নে। আমার হুকুম—আবি বাড়ী হ'তে বেরিয়ে যাও।

মেহেরা। যাব বই কি! তবে আমায় বিয়ে করেছিলি কেন?

মহবুল। কে বললে আমি তোকে বিয়ে করেছিলাম?

মেহেরা। তাই নাকি প্রাণ?

মহবুল। আবার আমার সঙ্গে ইয়ারকি হচ্ছে? জানিস্ আমি খসরু শাহ বাদশার একজন প্রধান সদস্য?

মেহেরা। তুমিও জেনে রেখো, আমিও খসরু বাদশার একজন প্রধান সদস্যের বিবি।

মহবুল। আবার ইয়ারকি হচ্ছে?

মেহেরা। তুমি আমার সখের খসম, তোমার সঙ্গে ইয়ারকি করবো না তো ওই রাস্তার ঝাড়ুওলার সঙ্গে ইয়ারকি করবো?

মহবুল। দেখ আমি বড্ড রেগে যাচ্ছি। তুম আবি চলা যাও।

মেহেরা। তুম্ আবি চলা যাও।

মহবুল। কাহে?

মেহেরা। মেরা হুকুম।

মহবুল। কি? এখুনি যাচ্ছেতাই ক'রে ফেল্‌বো বল্‌ছি।

মেহেরা। আমিও এখুনি যাচ্ছেতাই ক'রে ফেল্‌বো বল্‌ছি।

মহবুল। এখুনি পাহারাদার ডেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবো।

মেহেরা। আমি আর পাহারাদার ডাকব না, গলাধাক্কা দিয়ে এখুনি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবো।

মহবুল। এটা যে আমার বাড়ী।

মেহেরা। আমার বাড়ী।

মহবুল। তোর বাবার বাড়ী। তোবা! তোবা!

মেহেরা। তোমার হ'লো কি?

মহবুল। আবার আমি সাদি করবো। তোকে ফারখত লিখে দেবো।

মেহেরা। আমার অপরাধ?

মহবুল। তুমি আমায় পথে বসাতে চাও?

মেহেরা। কারণ?

মহবুল। সেই দিলদার ব্যাটাকে তুই অত দেওয়া-থোয়া করিস্ কেন?

মেহেরা। তাকে যে আমি ভালবাসি।

মহবুল। য়ঁ্যা!

মেহেরা। সে আমায় ভালবাসে, আমি তাকে ভালবাসব না?

মহবুল। বটে? আবি তুম নেকালো। হাম তুম্‌কো নেহি মাংতা।

মেহেরা। হাম তুম্‌কো নেহি মাংতা।

মহবুল। আবার আমি সাদি করব।

মেহেরা। আমিও আবার সাদি করব।

মহবুল। তোকে পছন্দ করবে কে?

মেহেরা। তোমায় পছন্দ করবে কে?

মহবুল। ছ্যাখ্, আমি বড্ড রেগে যাচ্ছি। শোন্, যদি আমার ঘরে থাকতে চাস্ তা হ'লে সেই দিলদার ব্যাটার সঙ্গে

সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে, নইলে কাল বাদশার বিয়ে হবে, সেই সঙ্গে আমারও বিয়ে হ'য়ে যাবে। তখন তুই ঠ্যালা বুঝবি।

মেহেরা। আমার আবার ভাবনা। কত বাদশা উজীর আমায় সাদি করবার জন্যে ছুটে আসবে।

মহবুল। তোর কি আছে?

মেহেরা। তোরই বা কি আছে?

মহবুল। আমার পয়সা আছে। পয়সা ঢাল্‌লে কত বিবি পাওয়া যাবে।

মেহেরা। রূপ-যৌবন থাকলে খসমের আবার ভাবনা?

মকবুল। ওয়াক্‌-থু। তোকে আবার পছন্দ করবে কে? আমি যাই—তাই তোকে সাদি করেছিলাম নইলে কি তোর সাদি হ'তো?

মেহেরা। বটেরে মিন্সে? তাই আমার বাবার কাছে গিয়ে কত হাতে ধরেছিলি, কত কান্নাকাটা করেছিলি। কত টাকা দিয়েছিলি, মনে নেই? আমি ছিলাম ব'লে তোর আইবুড়ো নাম ঘু'চে গেল। নইলে আইবুড়ো হয়েই কবরে যেতে হ'তো।

মহবুল। কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আচ্ছা—আচ্ছা আমি দেখিয়ে দেবো, আমি ইচ্ছে করলে দু'দশটা বিয়ে করতে পারি কি না।

মেহেরা। তা হ'লে ত আমিও বেঁচে যাই।

মহবুল। তখন কাঁদতে হবে বিবিজান।

মেহেরা। কি দুখে?

মহবুল। বুঝতে পারবে।

মেহেরা। বেশ তো, দু'চারটে লিয়ে ক'রে আমায় দেখিয়ে দাও না।

মহবুবল। ছাখ্ যদি তুই দিলদার ছোঁড়াটাকে ছাড়িস্ তা হ'লে আর সাদিটাদি করব না।

মেহেরা। আহা দিলদার যে আমায় বড্ড ভালবাসে।

মহবুল। আচ্ছা আচ্ছা দেখে নেবো দেখে নেবো।

[প্রস্থান।

মেহেরা। মিন্সেকে নিয়ে ম'লাম। ভাল লাগেনা বাবা! দিন রাত ওই এক কথা।

(দিলদার প্রবেশ করিল)

দিলদার। কি কথা চাচী?

মেহেরা। ও তোর চাচার কথা। মিন্সে এতক্ষণ আমায় জ্বালিয়ে মারছিল।

দিলদার। ব্যাপার কি গো চাচী?

মেহেরা। তোর চাচা আবার বিয়ে করবে ব'লে ক্ষেপে উঠেছে।

দিলদার। কেন? কেন?

মেহেরা। তুই আমার কাছে আসিস্ ব'লে।

দিলদার। তাতে আর দোষ কি?

মেহেরা। সেই ঘাটের মড়াই জানে। ছাখ্ তুই মিন্সেকে জব্দ করতে পারিস্? আর কক্‌খনো যেন বিয়ের নাম মুখে আনে না।

দিলদার। আচ্ছা চাচী চেষ্টা ক'রে দেখি। তাই তো চাচাকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছ দেখছি।

মেহেরা। আর বলিস্‌নে। জ্ব'লে ম'লাম বাবা। আমায় কোথাও যেতে দেবে না, কারু সঙ্গে কথা কইতে দেবে না। কেবল দিনরাত ওঁর কাছে কাছে থাক। য়্যাঁ তা কি পারা যায়?

দিলদার। চাচার দেখছি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। হ্যাঁ— এ দিকের সংবাদ শুনেছ চাচী?

মেহেরা। কি সংবাদ?

দিলদার। বাদশার যে কাল বিয়ে। রাজবাড়ীতে মহা ধূমধাম প'ড়ে গেছে।

মেহেরা। সেই রূপসী শিরীর সঙ্গে? শূন্যে বাগান তা হ'লে তৈরী হ'য়ে গেছে?

দিলদার। হ্যাঁ চাচী। কি চমৎকার বাগান তৈরী হয়েছে। তুমি একদিন গিয়ে দেখে এস না। আচ্ছা আমি তোমায় একদিন বাগান দেখাতে নিয়ে যাব।

মেহেরা। তা হ'লেই হয়েছে!

দিলদার। কেন?

মেহেরা। তা হ'লে চাচা তোর বাঁচাবে! হ্যাঁ ছাখ্‌ আমি যা বললাম সে কথা যেন ভূলিস নে।

দিলদার। না।

মেহেরা। আয় কিছু খাবি আয়। [প্রস্থান।

দিলদার। চল যাচ্ছি। চাচা আমার বুড়োবয়েসে সাদি

ক'রে ভারী মুস্কিলে পড়েছে দেখ্‌ছি! কেবল সন্দেহ যদি চাচী আমার হাত ফস্‌কে কোথাও চ'লে যায়। অমনটাই হয়। যারা বুড়ো-বয়েসে সাদি করে তারা তাদের বৌকে কাছছাড়া হ'তে দেয় না। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—প্রাঙ্গণ

(শিরী ও খসরু শাহ)

খসরু শাহ। শিরি! শিরি! এইবার
আশাপূর্ণ করহ আমার।
তুমি মোর পাশে
চেয়েছিলে যাহা, দিয়াছি তোমারে তাহা,
বল প্রিয়ে, সম্পূর্ণ কি হয় নাই তাহা?

শিরী। হাঁ সম্পূর্ণ হয়েছে সব।

খসরু। এইবার পূর্ণ কর প্রতিজ্ঞা তোমার।
তোমারি আদেশে শূন্যপথে
অজস্র অর্থের ব্যয়ে
গঠিয়াছি সুরম্য উদ্যান।
কহেছিলে তুমি উদ্যান গঠিত হ'লে
করিবে বিবাহ মোরে।
মনে আছে তাহা? তাই
তব সনে বিবাহের তরে

করিয়াছি রাজ্যমধ্যে উৎসবের আয়োজন।
এস শিরি! এইবার হৃদি বিনিময়ে
অতৃপ্ত আকাঙ্খা মোর—
করহ পূরণ। বর্ষ মাস গত হয়—
আর কতদিন তৃষিত চকোর সম
তব প্রেমবারি করিবারে পান—
চেয়ে রবো আকুল তৃষায়!
এস এস হাত ধর মোর—
চল যাই দুইজনে প্রেমরাজ্যে ভাসি।

শিরী। জাহাপনা! কেন তুমি
হ'তেছ অধীর, আরো কিছুদিন
করো অপেক্ষা। তারপর
তব সনে হবে মোর হৃদি বিনিময়।

খসরু শাহ। কেন—কেন? বাধা কিবা আর?
আশাপূর্ণ করেছি তোমার।
যাহা তুমি চেয়েছিলে
তাহা আমি দিয়াছি তোমায়।
বাক্‌দত্তা পত্নী তুমি মোর।
বিবাহের কিবা হেতু বিলম্ব প্রেয়সী?
মনোমত ঝুলন্ত উদ্যান হয়েছে নির্ম্মিত—
তবে—

শিরী। এক ভিক্ষা আছে তব পাশে।
সেই ভিক্ষা করিলে পূরণ—

তোমারে স্বামীত্বে আমি
করিব বরণ।

খসরু। সেকি! নিত্য নিত্য নব নব
কামনা জানায়ে
কেন শিরী, উভয়ের মিলনের পথ
রুদ্ধ কর তুমি? জানিনা রূপসী—
অন্তরেতে কিবা আছে তব!
কতদিন এইভাবে অভিনয় করি
ভুলাইয়া রাখিবে আমারে?
বিস্ময় যে জাগিছে পরাণে,
বুঝিতে পারিনা উদ্দেশ্য তোমার।

শিরী। জাহাপনা! কেন তুমি
করিছ সন্দেহ? বাক্‌দত্তা
পত্নী আমি তব। এই মোর
শেষ ভিক্ষা—তারপর
আর কিছু চাহিব না প্রভু।

খসরু। আচ্ছা দেখি কতদিন
এইভাবে কর মোরে
ছলনা সুন্দরী। বল বল শিরি!
কিবা চাহ তুমি? তোমারে অদেয় মোর
নাহি কিছু সংসার মাঝারে।
দুষ্প্রাপ্য হ'লেও আমি তাহা
দানিব তোমায়।

তব ওই অতুলন রূপের তরঙ্গে
আমি যে ভাসিয়া যাই
জ্ঞানহারা উন্মাদ সমান।
তুমি ধ্যান—তুমি জ্ঞান—
তুমি মোর একমাত্র অভীষ্ট কামনা।
কহ শিরী কিবা চাহ তুমি ?

শিরী। হে মহান্! এতই করুণা যদি
অভাগিনী প্রতি, তবে মিনতি আমার,
আমাদের জম্‌জম্ পর্ব্বত শৃঙ্গেতে
প্রতিদিন আসে বিচরণে
শ্বেতবর্ণের এক উষ্ট্র-দম্পতি।
বালিকা বয়েসে আমি তথা
তাহাদের সাথে করিতাম খেলা।
তৃণ-গুল্মলতা-পাতা
যত্ন ক'রে দিতাম তাদের।
করিতাম সম্বোধন পিতামাতা বলি।
ছিনু আমি মাতৃহীন,
সেই উষ্ট্র-জননী প্রতিদিন
দুগ্ধ দান করিত আমায়।
সেই-দুগ্ধ পানে হয়েছি মানুষ—

খসরু। উত্তম! এখনি সেই উষ্ট্র-দম্পতীরে
ধারয়া আনিতে হেথা
পাঠাইব অনুচরগণে।

শিরী। মানুষের সাধ্য নাই ধরিতে তাদের।
স্বর্গের সম্পদ তারা—নহেক ধরার।
বৃথা হবে পরিশ্রম। তার চেয়ে—

খসরু। বল কি করিতে হবে?
যাহে তুমি হইবে সন্তুষ্ট।

শিরী। সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গ হ'তে
একটি লহর কাটি সংযোগ করিয়া দিন
ঝুলন্ত সে উদ্যানের ফোয়ারার সাথে।
পিতা মোর প্রতিদিন প্রাতে
সেই উষ্ট্র জননীর দুগ্ধ করিয়া দোহন
ঢেলে দেবে লহরের মুখে।
মনসুখে সেই দুগ্ধ
ফোয়ারার মুখে আমি করিব হে পান।

খসরু শাহ। কিন্তু তাহে বিলম্ব যে হইবে অধিক।

শিরী। তাতে আর কিবা ক্ষতি?
কেটে গেছে এতদিন তবে কেন হে সম্রাট,
সামান্য দিনের তরে হ'তেছ উতাল?

খসরু শাহ। আচ্ছা তাই হবে, তব তুষ্টি
সাধনার তরে করেছি প্রতিজ্ঞা—
সে প্রতিজ্ঞা কভু মোর হবে না লঙ্ঘন।
দেখি শিরী! কতদিন—আর কতদিন
বিমুখ করিবে মোরে
প্রেমবারি দানে? [প্রস্থান।

শিরী। উপস্থিত কিছুদিন পেলাম সময়।
কিন্তু তারপর ? শূন্য হেরি সব,
নিরাশা আঁধারে জাগে হাহাকার !
ওই ওই সেই স্বপনের ছবি !
ওই সেই অচেনা সুন্দর !
আহা কি মধুর রূপ
যেন স্নিগ্ধ শশধর। ওগো, কেবা তুমি
কেবা তুমি ? এস এস কাছে এস মোর !
নিয়ে চল হাত ধ'রে—
মধুময় স্বপনের দেশে।

গীত

ওগো, কেন তুমি দেখা দাও নিতি স্বপনে।
কেন মুরলীর তানে কর পাগলিনী মোরে,
নিশীথ রাতে ক্ষণে ক্ষণে॥
আমি আকাশের পানে চা'হয়া,
বিরহ জ্বালায় দহিয়া,
তুমি আসিবে বলিয়া ব'সে থাকি,
রজনী পো'হায় তবু দেখা নাই
ররিষায় ভরে আঁখি,
জানি না কবে গো পাইব তোমারে
কোন সে মধুর লগনে॥ [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—উদ্যান পথ

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। আহা সব ভেস্তে গেল। সব চুপ্‌চাপ! বাদশার বিয়ে হবে ব'লে রাজ্যমধ্যে কি কাণ্ডই না হচ্ছিল, এক কথায় সব ঠাণ্ডা। ভেবেছিলাম বাদশার বিয়েতে অনেককিছু পাওনা-থোওনা হবে। হা কপাল সব ভেস্তে গেল! ছুঁড়িটা তো আচ্ছা শয়তানী! আজ না কাল, আজ না কাল ক'রে বাদশাকে ঘুরণ-পাকে ঘোরাচ্ছে। বাদশাহও যেমন ভেরুয়া, ছুঁড়ি যা বলছে, বাদশাও তাতে রাজী হয়ে যাচ্ছে। এক একটা কি বদ্‌ফরমাস, মা! বল্‌লে শূন্যিতে একটা বাগান চাই, ব্যস ঝুলন্ত বাগান অম্নি তৈরী হয়ে গেল। আবার চেয়ে বসেছে কিনা জম্‌জম্‌ পাহাড় কেটে লহর এনে ঝুলন্ত বাগানের ফোয়ারার সঙ্গে যোগ ক'রে দিতে হবে। ওনার বাবা সেই লহরের মুখে উটের দুধ ঢেলে দেবে, রাজরাণী ফোয়ারায় মুখ দিয়ে দুধ খাবেন। দুধু খাওয়ার বালাই নিয়ে মরি! আমার মত বাদশা হ'লে ছুঁড়িটাকে না ধ'রে এনে কবে বেগম ক'রে ফেলতাম। বাদশার মুখে আগুন, ভেরুয়া কোথাকার! ওমা! ছুঁড়ি এতই কি রূপসী! এককালে আমারও ও রকম রূপ ছিল, কই ওরকম তো বায়না করিনি বাবা!

গীত

একাকালে আমিও ছিলাম রূপসী,
যেন ফুটন্ত ফুল হাসি ॥
নয়নে ছিল বান,
কণ্ঠে ছিল তান,
তবু তো পাইনি এমন খসম
যোগাতে মন আমার দিবানিশি ॥
(গীতকণ্ঠে দিলদারের প্রবেশ)

গীত

দিলদার। যদি আমারে খসম করিস—,
প্রাণ দেখিস্ দেখিস,
যোগাব মন তোর পায়ের তলাতে বসি বসি ॥
মুন্না। সে দিন কি আছে আর,
দিলদার। আছে আছে—জানে এ দিলদার,
আমি যে ম'জে গেছি দেখে তোর ঐ রূপের বাহার,
তুমি বিবি আমার—
আমি তোমায় বড় ভালবাসি ॥

(মুন্নার হস্তধারণ)

মুন্না। হাত ছেড়ে দাও ভাই, লোকে দেখলে বলবে যাচ্ছে তাই।

দিলদার। তা হ'লে আমিও ম'রে যাই।

মুন্না। ওমা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ মরবে কেন ভাই ?

দিলদার। তুমিই তো ফেলছো মেরে মনে নাই ?

মুন্না। আমায় কি ভাল লাগবে ?

দিলদার। কেন? তুমি কি এখন বাজারের রদ্দি মাল হয়েছ চাঁদ? তাই ফেলা যাবে? কত শালা তোমায় আদর ক'রে তুলে নেবে।

মুন্না। সত্যিকথা?

দিলদার। খাঁটি সত্যি, তুমি কি আর যা তা? যাক্ তা হ'লে আমার বিবি হচ্ছো তো?

মুন্না। মন যোগাতে পারবি তো?

দিলদার। নিশ্চয় পারবো।

মুন্না। তবে আমিও তোর বিবি হবো।

দিলদার। গাছে তুলে দিয়ে যেন মই কেড়ে নিওনা চাঁদ, তোমরা মেয়েমানুষের জাত সব পার। নইলে ওই শিরী বেগমটা বাদশাকে নিয়ে কি না—

মুন্না। বাদশা ভেড়া—তাই ঘুরে মরছে।

দিলদার। তুইও যদি আমায় বাদশার মত ঘুরপাক খাওয়াস্ তা হ'লে তো গেছি!

মুন্না। সত্যি তুই আমায় ভালবাসিস্?

দিলদার। মাইরি প্রাণ—ভালবাসি। আয়না এখন আমার সাথে তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—দরবার কক্ষ

(খসরু শাহ, উজীর ও মহবুল)

উজীর। বিবাহ উৎসব বন্ধ হ'লো কেন জাঁহাপনা ?

খসরু। বেগম সাহেবা যে একটা নূতন ফরমাস্ ক'রে বসেছে, তাই বিবাহ উৎসব বন্ধ করতে হ'ল। তোমরা বোধ হয় বেগম সাহেবার নূতন ফরমাস্ শুনেছ ?

মহবুল। শুনেছি জাঁহাপনা। শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি। এযে ভয়ানক আব্দারের কথা !

খসরু। সত্যই মহবুল ! এ ভয়ানক আব্দার ব'লেই মনে হয়। দেখা যাক্ বেগম সাহেবা এইভাবে কতদিন আমায় প্রতারিত করে।

মহবুল। এখনো মেয়েমানুষের জাতটাকে চিন্‌তে পারলেন না হুজুর ! আমি কিন্তু খুব চিনেছি। আমায় মেয়ে মানুষে হাড়ে-নাড়ে জ্বালিয়ে মারলে। তেঁতো হয়ে গেছি জনাব। ওজাতটাকে মোটেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। ওরা কখন যে কি তালে থাকে তা ধারণা করা যায় না।

উজীর। সেই জন্যেই কি সদস্য মশাই আবার একটা বিবাহ করতে চান ? দেখুন, এ বয়সে আর বিবাহ করবেন না।

মহবুল। কি ? বিবাহ করব না কেন, আমার কি বিবাহ করবার বয়স চলে গেছে ? তোমার চেয়ে আমি ছোট—না বড় ?

উজীর। তা আপনিই বলতে পারেন।

মহবুল। ঢের ছোট ঢের ছোট।

খসরু। ওসব বাজে কথা এখন ছেড়ে দাও, এখন কি করা উচিত তার উপায় উদ্ভাবন কর।

উজীর। বাটীতেই তো সবাই দুগ্ধ পান ক'রে থাকে। স্বর্ণ—রৌপ্য—তাম্র—কাংস্য যে কোন ধাতুর বাটীতে। কিন্তু ফোয়ারায় মুখ দিয়ে দুগ্ধ পান করা এযে সম্পূর্ণ নূতন ব লে মনে হচ্ছে।

খসরু। সেই কথাই তো ভাবচি উজীর।

উজীর। ব্যাপারটা বেশ তলিয়ে দেখুন জাঁহাপনা! এর ভেতর নিশ্চয় কোন কারসাজি আছে। ঝুলন্ত বাগানের ফরমাস হ'লো, তাও তৈরী হলো, আবার একটা নূতন আব্দার এসে জুটলো—ফোয়ারার মুখে দুধ খাব।

মহবুল। তার মানে—বিবাহটা কিছুদিনের জন্যে পিছিয়ে গেল। হায় হায়! সব মাটী হয়ে গেল হুজুর। ভেবেছিলাম জনাবের সাদিতে মুখটা বদলে নেবো। হায় হায়! সব ভেস্তে গেল। দুধ খাওয়া আব্দার শেষ হলে আবার কি খাওয়ার আব্দার আরম্ভ হবে আল্লাই জানেন।

খসরু। আর কোন আব্দারই টিক্‌বে না। এই তার শেষ আব্দার।

উজীর। তারই বা প্রমাণ কি? বাগিচা তৈরী হবার সময় নহরের কথা বললেই তো হ'তো। একটার পর আর একটা। এম্নি করতে করতে ওদিকেও সব ঠাণ্ডা।

খসরু। যাই হোক্, আমি যখন নহর তৈরী ক'রে দেবো ব'লে বেগম সাহেবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি— তখন সে প্রতিশ্রুতি আমায় পালন করতেই হবে।

উজীর। তাই তো হুজুর, এতো বড় মুস্কিলের কথা। লহর তৈরী করতে যে কতদিন লাগবে তা কে বল্‌তে পারে। আর সেই রকম লহর তৈরী করবে কে? তেমন সুদক্ষ কারিকর তো এ রাজ্যে নেই। খুবই চিন্তার কথা জাঁহাপনা!

খসরু। উপায় কর উজীর, উপায় কর। তেমন কারিকরের সন্ধান কর। এ রাজ্যে না থাকে অন্য রাজ্য হ'তে নিয়ে এস। মোটকথা লহর নির্ম্মাণ করা…

মহবুল। হুজুর, তা হ'লে বিবাহটা এখন দশহাত জলে গিয়ে পড়লো। এ কি আব্দার বাবা।

খসরু। কি করবো, আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি উজীর!

উজীর। জাঁহাপনা।

খসরু। যত অর্থ ব্যয় হয় তাতে ক্ষতি নেই। তুমি যত শীঘ্র পার অন্ততঃ অন্য কোন দেশ হ'তে কারিকর নিয়ে এস।

উজীর। তাইতো জনাব। হ্যাঁ শুনেছি চীনরাজ্যে একজন ভাল শিল্পী আছে। মনে হয় সে লহর নির্ম্মাণ করতে পারবে।

খসরু। তা হ'লে তার কাছে লোক পাঠাও। তাকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস।

মহবুল। শুনেছি সে দেশের কারিকরেরা সহজে কোথাও যায় না।

খসরু। সহজে না আসে যত অর্থ চায়—তাই দিয়ে তাকে আনতে হবে। অর্থ না চায়, তাকে কৌশল ক'রেও এখানে আনতে হবে। উজীর সাহেব! তোমাকেই এ কার্য্যের ভার নিতে হবে।

উজীর। যো হুকুম খোদাবন্দ!

খসরু। অর্থ, লোকজন, যানবাহন, যা যা প্রয়োজন সমস্ত নিয়ে তুমি আজই চীন দেশে গমন কর। যাও উজীর সাহেব! তুমি প্রস্তুত হও গে।

মহবুল। যান যান, ঝট্‌পট্ যান। আহা লহরটা তৈরী হলে হয়।

উজীর। জাঁহাপনা! তা হলে আজই আমি চীন দেশে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে চল্লাম। [প্রস্থান।

মহবুল। যান—যান

খসরু। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'লাম।

মহবুল। হুজুর, আবার যদি নতুন ফরমাস হয়?

খরুস। তা হ'লে আর বেগমের অব্যাহতি থাকবে না। তা হ'লে সেই মায়াবিনীকে আমি হত্যা করব-- হত্যা করব! বার বার প্রতারণার জন্য তাকে আমি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করব।

[প্রস্থান।

মহবুল। না বাবা, এর ভেতর নিশ্চয় কোন কারসাজি আছে! নইলে এত ঢং কেন বাবা! বাদশাও তেম্নি। তা বাদশারই বা দোষ কি? মেয়ে মানুষের কাছে দুনিয়ার সব মিঞাই জব্দ। এই আমায় দিয়েই দেখনা। আমায় হারামজাদী কি রকম জ্বালাচ্ছে! আমি তার কি করতে পারছি! তাইতো আর একটা বিয়ে করব ব'লে চেষ্টা করছি, কিন্তু মেয়ে মেলাতে পারছিনে। যে আমার কথা শোনে, সেই তোবা তোবা ক'রে পালিয়ে যায়।

(ফকিরবেশী দিলদারের প্রবেশ)

দিলদার। বাদশাহ্ খসরু শাহের জয় হোক্।

মহবুল। (স্বগতঃ) ফকির আমায় বাদশা মনে করেছে। (প্রকাশ্যে) সেলাম—সেলাম, আইয়ে ফকির সাহেব !

দিলদার। খোদা বাদশাহের মঙ্গল করুন।

মহবুল। কি মনে ক'রে এসেছেন ফকির সাহেব ?

দিলদার। জনাব ! শুনলাম আপনি নাকি একজন সুন্দরীকে বেগম করবার জন্য বহুদিন হ'তে চেষ্টা করছেন ?

মহবুল। হুঁ

দিলদার। গোস্তাকি মাপ্ করবেন জনাব, আমার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের উপযুক্তা। আমি সেই কন্যাটিকে আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।

মহবুল। উত্তম—উত্তম।

দিলদার। কন্যাটি আমার পরমাসুন্দরী ! যেন স্বর্গের হুরী। তবে হুজুর ! আমি বড় গরীব, এর জন্য আমায কিছু সাহায্য করতে হবে।

মহবুল। বটে ! তুমি অর্থ চাও ফকির সাহেব ? ভাল, কত অর্থ তুমি চাও ?

দিলদার। আমায় পাঁচসহস্র মুদ্রা দিতে হবে। আমি সেই অর্থ নিয়ে মক্কা সরিফে চ'লে যাব। কন্যাটি আমার আহা— অপূর্ব্ব রূপসী।

মহবুল। উত্তম ! আমি তোমায় পাঁচসহস্র মুদ্রাই দেবো। তুমি তা হ'লে বিবাহের আয়োজন কর।

দিলদার। যো হুকুম।

মহবুল। দেখ এ কাজ খুব গোপনে সারতে হবে। কারণ, একটি রূপসীকে আমি বেগম করবার জন্য আমার প্রাসাদে এনে রেখেছি, সে এসব বিষয় জানতে পারলে মহা অনর্থ বাধিয়ে বস্‌বে। তোমার বাটিতে আমি ছদ্মবেশে উপস্থিত হবো। সেখানেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হবে।

দিলদার। আজ্ঞে, জনাব! আমার তো ঘরবাড়ী নেই। মেয়েটাকে নিয়ে এ দেশ সে দেশ ঘুরে বেড়াই।

মহবুল। আচ্ছা, তা হ'লে তোমার কন্যাটিকে নিয়ে আগামী কল্য রাত্রে মহবুল সদস্যের উদ্যান বাটিতে উপস্থিত হবে। আমিও সেখানে যাব।

দিলদার। অর্থ?

মহবুল। অর্থ সেইখানেই তোমায় দিয়ে দেবো। তার জন্য চিন্তা নেই। মেয়েটি তোমার সত্যই রূপসী তো?

দিলদার। আহা, আর বলবেন না। দেখলে আপনার চক্ষু স্থির হয়ে যাবে জনাব।

মহবুল। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা! তা হ'লে এই কথাই স্থির রইলো। তুমি এখন যাও।

দিলদার। সেলাম। [প্রস্থান।

মহবুল। ব্যস্! বিয়ে আর যায় কোথায়। মেহেরা হারামজাদীকে এইবার দেখাব, আমার এ বয়সে বিয়ে হয় কিনা। টাকা রয়েছে বিয়ের আবার ভাবনা। আহা, এসব খোদার দয়া—খোদার দয়া।

তৃতীয় দৃশ্য—চীনদেশ ফরহাদের বাটী

গীত

পাথর নির্ম্মিত একটি সুন্দরী রমণীর নিকট দাঁড়াইয়া ফরহাদ গাহিতেছিল।
রমণী মূর্ত্তি বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল, উহার আচ্ছাদন উন্মোচন করতঃ।

ফরহাদ। মম কল্পনায় গড়া তুমি মানস প্রতিমা—
মেল আঁখি—মেল আঁখি।
কত বরষ ধ'রে মুখপানে তব চেয়ে থাকি ॥
কবে হাসিবে কথা কহিবে,
প্রেমেরি বাঁধনে আমারে বাঁধিবে,
কবে সে হসিত জোছনা নিশাতে
হবে তোমাতে আমাতে দেখাদেখি ॥

লোকে আমায় পাগল বলে। কিন্তু পাগল আমি নই—পাগল ওরাই। আমি এই মানস প্রতিমার সঙ্গে কথা কই, মানস প্রতিমার কাছে ব'সে থাকি, তার মুখের পানে চেয়ে থাকি ব'লে লোকে আমায় উপহাস করে। পাগল—পাগল ওরাই পাগল। এমন সুন্দর কি জগতে আছে—বিধাতার সৌন্দর্য্য এর কাছে পরাজিত। দুনিয়ায় যা কিছু সুন্দর আছে, আমার এই মানস প্রতিমা সবার চেয়ে সুন্দর! কিন্তু দুঃখের মধ্যে একে সজীব করতে পারলাম না। একে সজীব করতেই হবে। (বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া দিল)।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুর! একজন বিদেশী লোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

ফরহাদ। আচ্ছা, তাকে এখানে নিয়ে এস।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

ফরহাদ। কে আবার বিদেশী আমায় জ্বালাতে এল ? দেখি কি সংবাদ।

(উজীরকে লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুর ! এই সেই বিদেশী।

ফরহাদ। আচ্ছা, তুমি যাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

তুমি কি চাও বৃদ্ধ ? তোমার বাড়ী কোথায় ? পাগল ফরহাদ ভাস্করের সঙ্গে তোমার কি দরকার ?

উজীর। আমার পারস্য দেশে ঘর। আমার বাদশার আদেশে আপনার কাছে এসেছি, বিশেষ আবশ্যক আছে।

ফরহাদ। এই মেরেছে রে! আমি পাগল গরীব মানুষ, আমার সঙ্গে কি দরকার বৃদ্ধ ?

উজীর। কিন্তু আপনি পাগল গরীব হ'লে কি হয় ?

আপনি যে একজন গুণবান ব্যক্তি। আপনার গুণের কথা যে সকলেই জানে। আপনি ধনবান হ'তেও শ্রেষ্ঠ।

ফরহাদ। অত হেঁয়ালী রাখ বৃদ্ধ। বলো এখন কি চাও ?

উজীর। দেখুন আমি পারস্যাধিপতি খসরু বাদশার উজীর। আপনার কাছে এসেছি আপনাকে নিয়ে যেতে।

ফরহাদ। কেন বাবা, অত লোক থাকতে আমায় আবার টান পড়লো কেন ? হাঃ হাঃ হাঃ !

উজীর। (স্বগতঃ) লোকটা পাগল নাকি ? কিন্তু গুণবান। (প্রকাশ্যে) দেখুন একটা পাহাড় কেটে দশ ক্রোশ দূরে একটি ঝুলন্ত উদ্যান পর্য্যন্ত নহর তৈরী করতে হবে।

ফরহাদ। তাতে কি হবে ?

উজীর। সেই লহর দিয়ে দুধ আসবে।

ফরহাদ। তাইতো উজীর—আমার তো যাবার উপায় নেই। এই দেখ (প্রতিমার বস্ত্র উন্মোচন করতঃ) আমার মানস প্রতিমা। এ প্রতিমা আমি কল্পনায় গড়েছি, একে জীবনদান না ক'রে কোথাও যাব না। দেখছ বৃদ্ধ! আমার মানস প্রতিমা কি সুন্দর।

উজীর। চমৎকার! চমৎকার! হে শিল্পীবর! আপনি এ মূর্ত্তি কোথায় দেখেছেন ?

ফরহাদ। কোথাও দেখিনি। কোথায় যে আছে তাও জানি না. পাগলের খেয়াল, কল্পনায় এ প্রতিমা গঠন করেছি। এর প্রাণ দান করতে না পারলে যে আমার এত পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হবে উজীর।

উজীর। পাথরের মূর্ত্তিকে জ্যান্ত করা যে মানুষের অসাধ্য।

ফরহাদ। আমায় কিন্তু জ্যান্ত করতেই হবে।

উজীর। আপনি কি পাগল ?

ফরহাদ। এতক্ষণে তুমি ঠিক ঠাওরেছ, সত্যি আমি পাগল, হাঃ হাঃ হাঃ !

উজীর। দেখুন, আপনি কি এ মূর্ত্তি জ্যান্ত দেখতে চান ? ঠিক এই মূর্ত্তি—এই রকম সুন্দর।

ফরহাদ। কোথায় আছে ?

উজীর। যেখানে যাবার জন্যে আপনাকে নিতে এসেছি। যার জন্য পাথর কেটে লহর তৈরি করতে হবে।

ফরহাদ। বটে! সত্যি কথা ?

উজীর। সত্যি কথা। সেই প্রতিমার সঙ্গে বাদশার বিবাহ হবে। সেই মূর্ত্তি আর এই মূর্ত্তি যেন অবিকল এক মূর্ত্তি। আমি দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েছি।

ফরহাদ। আমার এই কল্পনায় গঠিত মানস প্রতিমাকে আমি জীবন্ত দেখতে পাব! আমার এত পরিশ্রম কি তবে সার্থক হবে?

উজীর। সার্থক হবে। সত্যই এ প্রতিমা যেন সেই জীবন্ত প্রতিমা।

ফরহাদ। তবে চল উজীর, আমি তোমার সঙ্গে এখনই সেখানে যাব। শুধু একটিবার তাঁকে দেখবো, আমার পরিশ্রম সার্থক করব। আমার কল্পনায় গঠিত মানস প্রতিমাকে আমি সজীব দেখব। হাঃ হাঃ হাঃ!

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য মহবুলের উদ্যান

(মহবুলের প্রবেশ)

মহবুল। ভাঙ্গব—ভাঙ্গব—মেহেরা বিবির গরব ভাঙ্গব। বলে কিনা তোর বিয়ে হবে না। আমি ছিলাম ব'লে তোর আইবুড়ো নাম খণ্ডালো। বাপ্ কি স্পর্দ্ধার কথা! এও কি কোন ব্যাটা ছেলেয় সহ্য করতে পারে! যাক, আগে ফকিরের মেয়েটার সঙ্গে সাদিটা হয়ে যাক্, তারপর মেহেরা শালীকে দেখাব। ওই যে ফকির তার মেয়েটাকে নিয়ে আস্‌ছে। ইয়া আল্লা! ইয়া আল্লা!

(ফকির বেশী দিলদার মুন্নাবাঁদীকে ঘোমটা দিয়ে নিয়ে প্রবেশ করিল)

দিলদার। জনাব—এসেছেন?

মহবুল। হুঁ।

দিলদার। এই নিন্ আমার কন্যাকে। আমার টাকাটা দিন। আমি আল্লার নাম নিযে মক্কা শরীফে চ'লে যাই।

মহবুল। বহুত আচ্ছা। ধর এই টাকা। (টাকা প্রদান)।

দিলদার। তা হ'লে আমি এখন চল্লাম। আপনি আমার কন্যাকে প্রাসাদে নিয়ে যান।

মহবুল। আচ্ছা, আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।

[দিলদারের প্রস্থান।

কি হে বিবিজান! বলি কাছ পানে এস। অত লজ্জা কেন? আমি বাদশা খসরু শাহ তোমার খসম। সুন্দরী! আহা কি লজ্জা! (হস্তধারণ)

(ঝাঁটাহস্তে মেহেরার প্রবেশ, তৎপশ্চাৎ দিলদারের প্রবেশ)

মেহেরা। কই কইরে দিলদার, সেই মুখপোড়া মিন্সে কোথায়? আজ তাকে ঝাঁটায় ঝেঁটিয়ে দেবো।

মহবুল। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ!

দিলদার। ওই দেখ চাচী! চাচার কি বুড়ো বয়েসে কাণ্ড।

মেহেরা। য়্যা! ওরে মিন্সে! তোমার এই কাজ!

(মহবুলকে ঝাঁটা মারিল)

দিলদার। মুন্না বাঁদীকেও সোজা ক'রে দাও চাচী!

মহবুল। উহু-হু! য়্যাঁ মুন্নাবাঁদী! তোবা তোবা!

(মুন্নার পলায়ন)

মেহেরা। বুড়ো মিন্সে!

মহবুল। ওরে বাবারে—একি বিপদে পড়লাম রে! দোহাই বিবিজান! জানে মেরে ফেলো না।

মেহেরা। আজ তোমায় কবরে দিয়ে তবে কাজ। চালাকী পেয়েছ। মুন্না বাঁদীকে বিয়ে করবে?

মহবুল। য়্যাঁ! মুন্না বাঁদী! একজন ফকির যে আমার কাছ থেকে পাঁচহাজার টাকা নিয়ে তার কন্যা ব'লে আমায় দিয়ে গেল!

দিলদার। এই যে চাচা টাকার থলি।

মহবুল। য়্যাঁ! তুই কোথায় পেলি?

দিলদার। আমিই সে ফকির। চাচী! চাচাকে নিয়ে ঘরে যাও, আমিও এখন ঘরে চলি।

মহবুল। কি রে শালা, তুমি ফকির সেজে আমায় ঠকিয়ে টাকাগুলো নিয়ে যাবে? দে দে শালা—আমার টাকা দে।

দিলদার। চাচী! চাচাকে টাকা দাও।

মেহেরা। এই দিই। হারামজাদা মিন্সে! (ঝাঁটা প্রহার)।

মহবুল। ওরে বাবারে—গেছিরে! ওরে ও শালা দিলদার! তুই শালা আমায় মেরে ফেলবি নাকি? ধর্ ধর্ তোর চাচীকে ধর্।

দিলদার। চাচা, তোমার ঠিক হচ্ছে। সেলাম চাচা সেলাম।

[প্রস্থান।

মেহেরা। আয় আয় বলছি ঘরে আয়! আজ নাকে কাণে খৎ না দিলে ছাড়ছি নে। বুড়ো বয়েসে আবার তুমি বিয়ে করবে?

মহবুল। বাপ্! বাপ্!

[মহবুলকে টানিতে টানিতে মেহেরার প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—কক্ষ

(সখিগণ গাহিতেছিল ও শিরী উপবিষ্টা)

গীত

সখিগণ। সখি—কত আর সবি তুই বিরহ জ্বালা।

কবে লো ফুটিবে ফুল,

প্রিয় যে হয়েছে আকুল.

আঁধার নামিয়া আসে যায় যে বেলা॥

কবে সে মধুব স্ব[illegible]ধুর তানে,

বাঁধিয়া তাহারে সখি প্রেমের ডোরে,

পরাবি তাহার গলে ফুলমালা॥ [প্রস্থান।

শিরী। চীনদেশ থেকে ভাস্কর এসেছে পাহাড় কেটে লহর তৈরী ক'রে দিতে। দেখি শিল্পীর শিল্পচাতুর্য্য কতখানি। সত্যই কি শিল্পী সে কার্য্য করতে পারবে? যদি পারে, তা হ'লে দু'দিন পরেই তো—উঃ আমার কি জ্বালা—দুশ্চিন্তা দারুণ দুশ্চিন্তা! আমি কি করি?

(খসরু শাহের প্রবেশ)

খসরু। শিরী! শিরী!

শিরী। আসুন জাঁহাপনা।

খসরু। একি শিরী! আজ তুমি এত বিমর্ষ কেন?

শিরী। কই না।

খসরু। আমি আমার পণ ঠিক রক্ষা করব। পাহাড় কেটে লহর তৈরী করাবার জন্যে উজীর সাহেব চীনদেশ হ'তে বিখ্যাত ভাস্কর ফরহাদকে নিয়ে এসেছে। কাল হ'তে কার্য্য আরম্ভ হবে। তুমি কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে। মনে থাকে যেন তুমি আমার বাক্‌দত্তা পত্নী।

শিরী। সে কথা আমার চিরদিনই মনে থাকবে।

খসরু। এরপর আর যেন কোন নূতন ফরমাস্ ক'রো না। আমি তোমার সে ফরমাস্ আর পালন করতে পারবো না। উঃ শিরী! তোমার একটু প্রেমের জন্য খসরু বাদশাহ আজ উন্মাদ!

শিরী। আপনি স্থির হ'ন জাঁহাপনা।

খসরু। হ্যাঁ—দেখ! কার্য্য আরম্ভ হবার পূর্ব্বে চীনদেশীয় ভাস্কর একটিবার তোমায় দেখতে চায়। ওই যে উজীর সাহেব

তাকে নিয়ে আস্‌ছে। লোকটা কিন্তু পাগল ব'লে মনে হয়, যাই হোক্ শিল্প-নৈপুণ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ।

(উজীরসহ ফরহাদের প্রবেশ)

উজীর। এইখান থেকে দেখুন আমি যা বলেছিলাম তা ঠিক কিনা।

ফরহাদ। ঠিক্ ঠিক সম্পূর্ণ ঠিক! আহা—কি সুন্দর—কি সুন্দর! মরি! মরি! ঠিক যেন আমার সেই কল্পিতমানস-প্রতিমা! বাঃ!

শিরী। (স্বগতঃ) আহা শিল্পীর কি অপরূপ রূপ! যেন বেহেস্তের সম্পদ! আত্মভোলা হয়ে আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

উজীর। আসুন, দেখা হয়েছে?

ফরহাদ। হয়েছে। আহা—কি সুন্দর—কি সুন্দর!

[উজীরসহ প্রস্থান।

শিরী। শিল্পীকে পাগল ব'লে মনে হয় জাঁহাপনা।

খসরু। তাতে আর কি, কাজ হ'লেই হচ্ছে। যাক্ আমি এখন চল্লাম। তুমি ভেবো না, ও শিল্পী নিশ্চয় পারবে। না পারে আবার কোন নূতন শিল্পী নিয়ে আস্‌ব। তোমার কামনা কখনো অপূর্ণ থাকবে না।

[প্রস্থান।

শিরী। শিল্পীর কি রূপ! ঠিক যেন আমার সেই স্বপ্নের অচেনা সুন্দরের মত। আমি কি দেখলাম! কি সেই আত্মহারা বিভোর ভাব। আমার অন্তরে আজ একি শিহরণ জেগে-

উঠ্‌লো! আমার সর্ব্ব শরীর কেঁপে উঠ্‌ছে কেন? আমি মরবো—না—না মরতে পারব না। এ জীবন ব্যর্থ হ'তে দে.বো না। রূপ—রূপ—কি ছাই রূপ—এই রূপেই পাগল সংসারটা। বাঁদী! বাঁদী!

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। কি হুকুম গো বেগমসাহেবা।

শিরী। সাকিনা বিবিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।

[মুন্নার প্রস্থান।

শিল্পী। শিল্পী! কেন তুমি আমায় দেখা দিলে? স্বপ্নের ছবি আজ সজীব হয়ে আমার কাছে এল।

গীত

অচেনা এসেছে আজি চেনা দিতে মোরে—
আমি কেন ব'সে আছি আর।
আজি মোর অভিসার অভিসার॥
এস তুমি প্রিয় হে যেওনা ফিরে,
রাখিব তোমারে আমি হৃদয় চিরে,
দিব প্রেম-ভালবাসা যা আছে আমার॥

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। আমায় ডাকছেন বেগমসাহেবা?

শিরী। হ্যাঁ—এস।

সাকিনা। কেন?

শিরী। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে সাকিনা। আজ আমি তোমায় বুক চিরে দেখাতে চাই।

সাকিনা। কি দেখাতে চান?

শিরী। দেখাতে চাই—সেখানে কে আমার আছে। চীন-দেশের শিল্পীকে দেখেছ সাকিনা ?

সাকিনা। দেখেছি, আহা কি সুন্দর রূপ তাঁর! তবে উজীর সাহেবের মুখে শুনলাম, লোকটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। সে নাকি পাথর কোটে ঠিক আপনার মত একটি কল্পনার মানস-প্রতিমা তৈরী করেছে।

শিরী। অদ্ভুত কল্পনা।

সাকিনা। তার প্রাণ দেবে ব'লে চেষ্টা কর্ছিল।

শিরী। তা হ'লে আমিই তার মানস-প্রতিমা! আর প্রাণ দিতে হবে না। মনে হয় সাকিনা, আমার জন্য তাকে, তার জন্য আমাকে খোদা সৃষ্টি করেছেন।

সাকিনা। একি কথা বলছেন বেগমসাহেবা ? আপনি যে বাদশার বাগদত্তা পত্নী।

শিরী। বিবাহ যদি হয় সে হবে বাহ্যিক বিবাহ। তাতে আন্তরিকতা কিছু থাকবে না— সে বিবাহ যে প্রাণহীন বিবাহ হবে।

সাকিনা। মনের স্রোতকে ফিরিয়ে আনুন বেগমসাহেবা!

শিরী। এ স্রোত আর কিছুতেই ফিরবে না সাকিনা। পিতামাতার স্নেহ-মমতা—বাদশা-ভালবাসার সব যে ভেসে যায়। আমি এক মুহূর্ত্তে এ কি ক'রে বস্‌লাম! আমার অন্তরে যে জেগে উঠছে সেই শিল্পীর অপরূপ সৌন্দর্য্য! সাকিনা! এই রাজপুরীতে তুমিই আমার একমাত্র দরদী বন্ধু। বলো এখন আমি কি করবো? যে ভালবাসার কথা শুন্‌লে অন্তর আমার কেঁপে উঠতো, সেই ভালবাসার জন্য আজ আমি উন্মাদিনী।

সাকিনা। কি করতে চান বেগমসাহেবা ?

শিরী। সেই শিল্পীকে পেতে চাই। তার জন্যে যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে হয় তাই দেবো—সাপের মুখে যদি হাত দিতে হয় তাই দেবো! মরতে হয় তাই মরবো! তবু তাকে চাই সাকিনা! সাকিনা, তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা আছে!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—বাদশার কক্ষ

(খসরু শাহ, উজীর ও মহবুল)

খসরু। প্রতারণা! প্রতারণা—আমার সঙ্গে প্রতারণা! বাদশাহ খসরু শাহের সঙ্গে প্রতারণা!! হত্যা করব—হত্যা করব। কোন কথা শুনবো না—কোন কথা শুনবো না।

উজীর। প্রকৃতিস্থ হ'ন সম্রাট!

খসরু। প্রকৃতিস্থ হ'তে তুমি এখনো বলো উজীর? শিরী বেগম যা বলেছে—আমি তাই করেছি; কিন্তু এখনো সে বিবাহ করতে সম্মত হচ্ছে না। আবার সময় চায়! শূন্যে উদ্যান হয়ে গেল, পাহাড় কেটে লহরও তৈরী হ'লো—তবু কেন প্রত্যাখান! না—না—আর কোন কথা শুনবো না। আজ যদি সে সম্মত না হয়—তাকে আমি জোরপূর্ব্বক বিবাহ করব।

মহবুল। জনাব—সেইকালেই বলেছিলাম মেয়ে মানুষের জাতটাকে বিশ্বাস নেই।

খসরু। সত্যকথা বলেছ মহবুল। মেয়ে মানুষের জাতটাকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু আবার সময় নেবার কারণ কি? লহর

নির্ম্মাণের পূর্ব্বে বেগম সাহেবার যে অবস্থা ছিল—এখন ঠিক তার বিপরীত! গতকল্য আমি তার কাছে উপহার পাঠিয়েছিলাম—সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। হঠাৎ তার এ ভাবের কারণ কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

মহবুল। কারণ আর কিছুই নয় সম্রাট। বেগম সাহেবাকে ত কঠিন রোগে ধরেছে। আপনি যত শীগ্‌গীর পারেন সেই চীন দেশীয় কারিকরটাকে এখান হ'তে সরিয়ে দিন।

উজীর। সদস্য মশাই ঠিক কথাই বলেছেন। তার উপর আমাদের সন্দেহ হয় জাঁহাপনা। তার সঙ্গে বেগম সাহেবার—

খসরু। উজীর!

উজীর। গোস্তাফি মাপ্‌ করবেন সম্রাট। কি জন্য সেই শিল্পী এখন এখান হ'তে যেতে চাইছে না? অথচ কাজ যখন মিটে গেছে।

খসরু। সত্যই যদি তাই হয় তা হ'লে সেই শিল্পীকে পৃথিবী হ'তে সরিয়ে দাও।

উজীর। তাতে জাঁহাপনার মহাকলঙ্ক হবে।

খসরু। তা হ'লে উপায় কি? উঃ কি স্পর্দ্ধা! আমার বেগমকে সে—না না, তার কোন দোষ নেই। উজীর! আমি যে এখনো পর্য্যন্ত বিশ্বাস ক'রে উঠতে পার্‌ছিনে।

মহবুল। মেয়ে মানুষকে চেনা দায় হুজুর। আমারও বিবিজানের এই রোগ ধরেছে।

খসরু। উপায় কর উজীর। ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ যে জ্ব'লে যাচ্ছে। এতক্ষণে বেশ বুঝতে পেরেছি, কি জন্য শিরীর এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

মহবুল। তাকে হত্যা না ক'রে এমন এক স্থানে একটা কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দিন যাতে সে সাতজন্মেও সে কাজ শেষ ক'রে ফিরে আসতে না পারে।

উজীর। উত্তম প্রস্তাব। দেখুন জাঁহাপনা! রাজ্যের পশ্চিম দিকে যে পাহাড় আছে সেই পাহাড়টা কেটে সমান ক'রে দেবার জন্যে শিল্পীকে হুকুম দিন।

খসরু। সে সম্মত হবে?

মহবুল। নিশ্চয় হবে। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

খসরু। তা হ'লে এই মুহূর্ত্তে আমার আদেশ তাকে জানিয়ে দাও গে।

উজীর। যথা আজ্ঞা। [মহবুল ও উজীরের প্রস্থান।

খসরু। আবার একবার তার কাছে যাই, দেখি সে কি বলে। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—শিরীর কক্ষ

শিরী। সম্রাট তাকে কৌশলে এখান হ'তে সরিয়ে দিলেন। তবে কি আমার উপর তাঁর কোন সন্দেহ এসেছে? জানি না কবে সে ফিরে আসবে। একটা প্রকাণ্ড পাহাড় কেটে সমভূমি করতে হবে, জানিনা তাতে কতদিন সময় নেবে। এ দীর্ঘ অদর্শন জ্বালা আমি কেমন করে সহ্য করবো! ফরহাদ! ফরহাদ! কি রূপ--কি সুন্দর তুমি! সত্যই তুমি আমার স্বপ্নের দেবতা। (খসরুর প্রবেশ)

খসরু। শিরী! শিরী!

শিরী। আসুন জাঁহাপনা !

খসরু। একটা কথা বলতে এসেছ শিরী। এই আমার শেষ কথা বা শেষ অনুরোধ। তোমার কর্ত্তব্য কি তা স্থির করেছ ?

শিরী। স্থির আর কি করবো ?

খসরু। তুমি আমার বাকদত্তা পত্নী।

শিরী কিন্তু আর বোধ হয় সে সত্য রক্ষা করতে পারব না। যাকে স্বামী ব'লে আত্মদান—অগাধ-প্রেমের প্রতিষ্ঠা, বুঝি আমার সবই নিষ্ফল হয় !

খসরু। আমি কোন কথা শুনতে চাই না শিরী। আমি চাই আমার ন্যায্য প্রাপ্য।

শিরী। আমি তা দিতে অক্ষম

খসরু। অক্ষম ? আমি অনেক সহ্য করেছি শিরী—আর পারব না। বুকের ভেতর জ্বলন্ত আগুণ চাপা দিয়ে রেখেছি। আর রাখতে পারব না। আজ তোমাকে চাই, না হয়—জন্মের মত ভুলব। আর তুমি আমায় স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রাখতে পারবে না।

শিরী। কি করতে চান জাঁহাপনা ?

খসরু কি করতে চাই ? উঃ বাক্‌দত্তা নারীর এতখানি স্পর্দ্ধা। আজ আমি বুঝিয়ে দেবো কুলনারীর স্বাধীনতার পরিণাম কি ভীষণ—কি ভয়াবহ ! যা বল্‌বার নয়—তাই আমি কাজে দেখাব।

শিরী। স্পর্দ্ধা আমার কিছুমাত্র নেই। আমি যথেচ্ছা-চারিণীও নই।

খসরু। তবে আমায় আত্ম-সমর্পণ করছো না কেন? ভালবাসার প্রতিদান কি এই? আমি যে তোমার জন্যে শিরী—

শিরী। জানি না—জাহাপনা, আপনাকে ভালবাসতে গিয়ে ভয়ে চম্‌কে উঠি কেন?

খসরু। ওসব অভিনয় রেখে দাও। মনে কর বিবাহের প্রতিজ্ঞাটা।

শিরী। বিবাহ্—বিবাহ্—তাতে প্রাণের কোন সম্বন্ধ নেই

খসরু। এখন তা হ'তে পারে।

শিরী। তা পারে না। প্রাণ যাকে চায় না—তাকে ভালবাসাও যায় না।

খসরু। প্রাণ তোমার কাকে ভালবাসতে চায়?

শিরী। তাকে।

খসরু। কে সে?

শিরী। যে এক মুহূর্ত্তে প্রাণ নিয়েছে, এক মুহূর্ত্তে প্রাণ দিয়েছে। যে আমায় জীবনে মরণে ভুলবে না—সে—সেই শিল্পী—যাকে কৌশল ক'রে বিতাড়িত করেছেন।

খসরু। কি—কি বল্‌লি কলঙ্কিনী—সেই শিল্পী ফরহাদ্‌কে তুই ভালবেসেছিস্? তাকে প্রাণ সঁপেছিস্? ওঃ! সকলের অনুমান তো তাহ'লে ঠিক! পাপিনী! পাপিনী! এই তীক্ষ্ণ তরবারিতে তোকে আজ শেষ করব আর তোর সেই প্রণয়ীকেও শেষ করব।

শিরী। তবু—আমি তাকে ভুলব না। তাঁর প্রণয়িনী হবার জন্য আমি সহস্রবার মরণের পথে এগিয়ে যাব, এ প্রেম যে

ম'লেও যাবে না—যাবার নয়। ম'রেও যদি তাকে পাই—তাতেই আমি বেহেস্তের সুখ পাব।

খসরু। বটে বটে বিষধরী, এই অস্ত্রে বধ ক'রে আমার অস্ত্র কলঙ্কিত করব না। জহ্লাদের হস্তে মৃত্যুই তোর উপযুক্ত দণ্ড। দাঁড়া! দাঁড়া! দেখতে পাবি প্রতারণার শাস্তি কি ভয়ঙ্কর! [প্রস্থান।

শিরী। যান বাদশা! আজ আমি মরণকে ভয় করব না। আসুক সেই নির্ম্মম জহ্লাদ। এ প্রাণ হাসতে হাসতে বিসর্জ্জন দেবো—তবু প্রাণের মমতায় সে প্রেম ভুলব না—সে প্রেমিককেও ভুলব না।

সাকিনার প্রবেশ

সাকিনা। সর্ব্বনাশ সংবাদ বেগম সাহেবা।

শিরী। কি হয়েছে সাকিনা?

সাকিনা। সম্রাট যে এখনি সেই শিল্পীকে গোপনে হত্যা করবার জন্যে কলঙ্কিনী মুন্নার্বাদীকে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

শিরী। সাকিনা সাকিনা—কি হবে সাকিনা? আমার ধ্যানের দেবতার অমূল্য জীবন কি ক'রে রক্ষা করব?

সাকিনা। তাইতো বেগমসাহেবা, আমিতো কোন উপায় দেখতে পাচ্ছিনে। হয়তো পিশাচী এতক্ষণে সেখানে পৌঁছে গেল।

শিরী। ঘোড়া—ঘোড়া—একটা ঘোড়া যদি দিতে পার—তা হ'লে চেষ্টা ক'রে দেখি।

সাকিনা। আচ্ছা আসুন বেগমসাহেবা, আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। [উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

(ঘাতকসহ দ্রুত খসরু সাহেবের প্রবেশ)

খসরু। ঘাতক! ঘাতক! বধ কর—বধ কর এই পাপীয়সীকে, য়্যা! একি—কোথায় গেল কলঙ্কিনী? কক্ষ যে শূন্য! তবে কি অন্তঃপুর ত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেল! এই কে আছিস্ ধর্ ধর শিরী বেগমকে ধর। [ঘাতকসহ দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য—পার্ব্বত্য প্রদেশ

সমতল ক্ষেত্র চতুর্দ্দিক প্রস্তর নির্ম্মিত শিরীর মূর্ত্তি ও তাহাতে একটি কবর ছিল

গীত

ফরহাদ। তুমি কথা কও তুমি কথা কও।
কত দিন রবো এমন ক'রয়া—
সচেতন হও—সচেতন হও;
তব মর্ম্মর ওই মূর্ত্তির তলে,
কত আঁখিনীর দিই আমি ঢলে
তবে কেন তুমি নীরব নিথর
আবেশে ঘুমায়ে রও।"

আজ কর্ম্মের শেষ! এইবার সেখানে ফিরে যাব। বাদশার কাছে বকশিস্ নিয়ে সেখানে ভাল ক'রে শিকড় গেড়ে বসব—আর তাকে দেখব—শুধু দেখব। আমার সেই মানস-প্রতিমাকে নিয়ে বেহেস্তের সুখ উপভোগ করব। দুটি প্রাণ এক হয়ে যাবে। সেখানে থাকবে শুধু সৌন্দর্য্য—প্রেম—প্রশান্ত-শান্তি! তাতে যদি কেউ প্রতিবন্ধক হয়, ভাগ নিতে চায়—তা হ'লে আমরা দুজনে

এই কবরে এসে অনন্ত কালের জন্যে লুকিয়ে পড়ব। দু'জনে এক হয়ে ঘুমিয়ে যাব। সে ঘুম আর ভাঙ্গবে না! তাই পূর্ব্ব হ'তেই কবরটা তৈরী ক'রে রেখেছি!

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। (স্বগতঃ) গা-টা যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে। আহা! এমন সুন্দর পুরুষকে হত্যা করতে হবে! প্রচুর পুরস্কার—সম্রাটের হুকুম। ওমা, মরতে এতগুণ তো দেখিনি! যত পাথর কেটেছে সবই যে বেগম সাহেবার মূর্ত্তি!

ফরহাদ। কে?

মুন্না। বাদশার বাঁদী। তিনি পাঠিয়ে দিলেন।

ফরহাদ। কেন?

মুন্না। আর পাহাড় কাটতে হবে না। যার জন্য পাহাড় কাটা হচ্ছে সেই শিরী বেগম বিষপান ক'রে আত্মহত্যা করেছে।

ফরহাদ। সেকি! সত্য সংবাদ?

মুন্না। হ্যাঁ গো-হ্যাঁ। আহা কি বলব গো!

ফরহাদ। ওহো হো হো! শিরী! শিরী! আমার শিরী!

মুন্না। বেগম সাহেবা ও তোমার নাম করতে করতে ম'রে গেল।

ফরহাদ। শিরী! শিরী! আমার প্রাণের শিরী! আমার মানসা-প্রতিমা শিরী! দাঁড়াও—দাঁড়াও আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। ওই—কবর—ওই কবরই এখন আমার চির-শান্তির বিশ্রাম আগার হোক্! (সহসা কবর মধ্যে প্রবেশ)

মুন্না। ওমা—একি কাণ্ড গো—জ্যান্ত মানুষ কবরে ঢুকে পড়লো! পালাই বাবা! কি জানি কি হয়। [প্রস্থান।

(উন্মাদিনীবৎ শিরীর প্রবেশ)

শিরী। কই—কই—আমার স্বপ্নের ছবি কই? ফরহাদ! ফরহাদ! কোথায়—আমার প্রাণের ফরহাদ? বল্ বল ওরে পশুপক্ষী, বল ওরে ফলফুল তরুলতা, কোথায় গেল আমার প্রাণের ফরহাদ? প্রাণেশ্বর! প্রিয়তম! আমি যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে তোমার কাছে ছুটে এসেছি—কৈ কোথায় তুমি? বল বল তুমি কি বেঁচে আছ?

ফরহাদ। (কবর মধ্য হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া) শিরী! শিরী! আমি এই কবর মধ্যে! এখান হ'তে আর উঠব না। এস এস আমার মানস-প্রতিমা, আমার হৃদয় মন্দিরে বসবে এস—আমি যে ফুলের বাসর ঘর তোমার জন্য রচনা ক'রে রেখেছি। এস প্রিয়তমে! এস প্রেমময়ী! আজ তোমাতে আমাতে এক হয়ে যাই, মিলন শঙ্খ বেজে উঠুক এই পাষাণের বুকে।

শিরী। যাই যাই—ফরহাদ, তবে আমি তোমার কাছে যাই। ফরহাদ! ফরহাদ! আমার প্রাণের ফরহাদ! (কবর মধ্যে পতন)

(দ্রুত খসরু শাহ, উজীর ও মুন্নার প্রবেশ)

খসরু। কই কই কোথায় গেল সেই কলঙ্কিনী শিরী? কোথায় সেই লম্পট শিল্পী? একি—সব যে শূন্য! কেউ নেই! মুন্না! মুন্না! শীগ্‌গীর বল তারা কোথায় গেল?

মুন্না। জাহাপনা! আমি শিরী বেগমের মৃত্যু হয়েছে বলায় কারিকর সাহেব এই কবরে ঢুকে পড়লো। আমিও ভয়ে পালিয়ে

গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম ওই কবরে বেগম সাহেবাও ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

খসরু। বাঃ! একি অভিনয়!

(সহসা সঙ্গীতধ্বনি, কবরগাত্রে দু'টি শ্বেতবর্ণের পুষ্প ফুটিয়া উঠিল)

উজীর। দেখুন—দেখুন জাঁহাপনা, কি স্বর্গীয় দৃশ্য। ওই শুনুন স্বর্গীয় সঙ্গীত। ওই দেখুন কবর গাত্রে দু'টি শ্বেত পুষ্প ফুটে উঠলো।

খসরু। সত্যই তো! তবে কি তারা মরেনি?

উজীর। মরেছে সত্য, কিন্তু পবিত্র নির্ম্মল প্রেমের সাধনায় আজ তারা অমর হয়েছে। ঐ দেখুন—ঐ দেখুন স্বর্গীয় প্রেমিক-প্রেমিকার জোতির্ম্ময়া দিব্যমূর্ত্তি!

খসরু। সত্যই তো উজীর! সত্যই ওই অকলঙ্ক মধুরোজ্জ্বল মূর্ত্তি দুনিয়ার নয়—তাই এ দুনিয়া ছেড়ে আজ চ'লে গেল! বড় ভুল করেছিলাম উজীর! আমি প্রকৃত প্রেমের সন্ধান করিনি। বাঃ বাঃ। অনুরাগ যেন কবরগাত্রে শতধারে বয়ে যাচ্ছে! যাও শিরী! যাও প্রেমিকা, তুমি প্রেমের রাজ্যে চ'লে যাও! সেখানে গিয়ে সুখে বাস কর। আজ তোমার প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ!

—যবনিকা—